ভট্টোজী দীক্ষিত কৃত,—

প্রশ্নোত্তরে সিদ্ধান্ত কৌমুদী

(কারক, সমাস এবং প্রবন্ধ)

শ্রী তুহিন কান্তি চক্রবর্তী
এম. এ ডবল (সংস্কৃত ও বাংলা)
কোবিদ, বি. এড্ প্রথম শ্রেণী, কাব্য-ব্যকরণতীর্থ, স্মৃতিরত্ন
শিক্ষক তিরোল হাইস্কুল

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ভট্টোজী দীক্ষিতকৃত

প্রশ্নোত্তরে সিদ্ধান্তকৌমুদী

(কারক, সমাস)

Answer any four of the following questions, taking at least one from each group.

প্রত্যেক বিভাগ হইতে অন্ততপক্ষে একটি করিয়া প্রশ্ন লইয়া যে কোন চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও

Group — A & B

(১) What is বৃত্তিঃ ? Mention and illustrate the different varieties of বৃত্তি।

উত্তর ঃ- 'পরার্থাভিধানং বৃত্তিঃ'। শব্দের মধ্যে যে নিজস্ব অর্থ আছে, তদতিরিক্ত অর্থ যাহার দ্বারা অভিহিত হয়, তাহার নাম বৃত্তি। ইহা একপ্রকার শক্তি। কোন শব্দের বা ধাতুর নিজস্ব অর্থের সহিত প্রত্যয় যুক্ত হইয়া অথবা সমাস প্রভৃতির অন্তর্গত অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া সমুদয়শক্তিতে যে বিশিষ্ট অর্থের সৃষ্টি হয়, তাহাই বৃত্তির দ্বারা প্রতিপাদিত হয়।

বৃত্তি পাঁচ প্রকার ঃ— কৃত্তদ্ধিতসমাসৈকশেষ সনাদ্যন্তধাতুরূপাঃ পঞ্চবৃত্তয়ঃ। কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সনাদ্যন্ত ধাতু এই পাঁচটি বৃত্তি।

উদাহরণ ঃ—

(ক) কৃৎ বৃত্তি — সোঢুম্ (সহ্যং কর্তুম্)
(খ) তদ্ধিত বৃত্তি — দাশরথিঃ (দাশরথস্য অপত্যং পুমান্)
(গ) সমাস বৃত্তি — রাজপুরুষঃ (রাজ্ঞঃ পুরুষঃ)
(ঘ) একশেষ বৃত্তি — বয়ম্ (অহং চ ত্বম্ চ সঃ চ)
(ঙ) সনন্ত, যঙন্ত, নামধাতু প্রভৃতি বৃত্তি চিকীর্ষতি (কর্তুম্ ইচ্ছতি) তপস্যতি (তপঃ চরতি)। জঙ্ঘম্যতে (কুটিলং গচ্ছতি)

---

(২) What is বিগ্রহ ? Mention and illustrate the different varieties of বিগ্রহ ?

উত্তর ঃ- বৃত্ত্যববোধকং বাক্যং বিগ্রহঃ। বৃত্তির অর্থের প্রতিপাদিক বাক্যকে বিগ্রহ বাক্য বলে।

বিগ্রহ বাক্য দুই প্রকার ঃ- (ক) লৌকিক - রাজ্ঞঃ পুরুষঃ (লৌকিক)
(খ) রাজন্ ঙস্ পুরুষ সু - (অলৌকিক বিগ্রহ)
পরিনিষ্ঠিতত্বাৎ সাধুর্লৌকিকঃ। প্রয়োগানর্হঃ অসাধুরলৌকিকঃ।

যে বিগ্রহে পরিনিষ্ঠিত অর্থাৎ পূর্ণ সুবন্তাদিরূপ লইয়া গঠিত, তাহা শুদ্ধ এবং লৌকিক বিগ্রহ বাক্য। যথা - রাজ্ঞঃ পুরুষঃ।

পরিনিষ্ঠিত না হওয়ার জন্য যে বাক্য অশুদ্ধ, অতএব প্রয়োগের অযোগ্য, তাহা অলৌকিক বিগ্রহ বাক্য যথা, রাজন্ ঙস্ পুরুষ সু।

---

(৩) What are the general characteristics of the four types of samasa as referred to in "समासश्चतुर्विधः इति प्रायीवादः ? Give exception, if there are any .

অথবা

"সমাসশ্চতুর্বিধ ইতি প্রায়োবাদঃ" — এই উক্তিতে যে চারি প্রকার সমাসের কথা বলা হয়েছে তাহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলি কি কি। ইহাদের কোন ব্যতিক্রম থাকিলে উল্লেখ কর।

উত্তর ঃ- অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব এই চার ভাগে সমাস কে সাধারণতঃ ভাগ করা হয়। কিন্তু তা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত কারণ সমাসের উক্ত চার প্রকার ভেদ ব্যতীত "সহসুপা" নামক আর এক প্রকার সমাসের বিধান আছে তাই দীক্ষিত বলেছেন, — "সমাসশ্চ তুর্বিধঃ ইতি প্রায়োবাদঃ। অব্যয়ীভাবতৎপুরুষবহুব্রীহিদ্বন্দ্বাধিকারবহির্ভূতানাম্ অপি সহসুপা ইতি বিধানাৎ"।

এই সমাসগুলির বৈশিষ্ট্য এইরূপ, — পূর্বপদার্থপ্রধানঃ অব্যয়ীভাবঃ অর্থাৎ অব্যয়ীভাব সমাসে পূর্বপদার্থের প্রাধান্য বর্ত্তমান, যথা, - "মক্ষিকানাম্ অভাবঃ নির্মক্ষিকম্" এখানে পূর্ব পদার্থ অভাবেরই প্রাধান্য। যথা "নিমক্ষিকম্ স্থানম্ এতৎ" বললে এই স্থানে মক্ষিকার অভাব — এই প্রকার অর্থ বুঝতে হবে। অভাব অর্থে "নির" এই অব্যয়টি পূর্বপদে আছে। সমাসে তার অর্থটিই প্রধান।

(১) "উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ" — অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাসে শেষের পদটির অর্থ প্রধান হয়। যথা রাজঃপুরুষঃ। এখানে পুরুষ পদটির অর্থ প্রধান। কারণ রাজপুরুষো গচ্ছতি বললে "রাজস্বামিকঃ পুরুষো গচ্ছতি" বুঝায়। গমনকারী ব্যক্তিটি পুরুষ। এই পদটি শেষে আছে।

(২) "অন্যপদার্থপ্রধানো বহুব্রীহিঃ" — অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসে সমস্যমান পদ ব্যতীত অন্য পদার্থের প্রাধান্য থাকে। যথা " মহান্তৌ বাহূ যস্য সঃ মহাবাহুঃ।" এখানে মহৎ শব্দ